আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ "পবিত্র কোরআনে হযরত ইদ্রিস (আঃ)।"

পবিত্র কোরআনে ইদরীস(আঃ)

তাফহিমূল কোরআনের ব্যখ্যা

তালমূদঃ নূহের পূর্বে যখন আদম সন্তানদের মধ্যে বিকৃতির সূচনা হলো তখন আল্লাহর ফেরেশতারা হনোককে, যিনি জনসমাজ ত্যাগ করে নির্জনে ইবাদত বন্দেগী করে জীবন অতিবাহিত করছিলেন, ডেকে বললেন, " হে হনোক, ওঠো নির্জনবাস থেকে বের হও এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে চলাফেরা এবং তাদের সাথে ওঠাবসা করে যে পথে তাদের চলা উচিত এবং যেভাবে তাদের কাজ করতে হবে তা তাদেরকে জানিয়ে দাও।" এ হুকুম পেয়ে তিনি বের হলেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় লোকদেরকে একত্রিত করে নসিহত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন এবং মানব সন্তানেরা তার আনুগত্য করে আল্লাহর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করলো। হনোক ৩৫৩ বছর পর্যন্ত মানব সম্প্রদায়ের ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালান। তার শাসন ছিল ইনসাফ ও সম্প্রীতির শাসন।তার শাসনকালে পৃথিবীর উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকে।

Talmud Selecfnis pp 18-21

বাইবেলের বর্ণনাঃ

" আর হনোক (Enoch)পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মথুশেলহের জন্ম দিলেন। মথুশেলহের জন্ম দিলে পর হনোক তিনশত বছর ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিলেন। পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করিলেন।"

(আদি পুস্তক ৫ঃ ২১-২৪)

ইবনে মালিকের বর্ণনা অনুসারেঃ ইদ্রিস(আঃ) আল্লাহর নবী, দার্শনিক ও আল্লাহর সাথে মিলন প্রত্যাশী ছিলেন। তার উক্তি ছিল বিস্ময়কর।

ইদ্রিস(আঃ) মেথুসালেহের পুত্র ছিলেন। মেথুসালেহের দাদা ছিলেন হযরত নূহ(আঃ)।

আদম(আঃ) এর মৃত্যুর পর তার অনুসারী সেথের(Seth) মৃত্যুর পর জনগণ আল্লাহকে ভূলে গিয়েছিল। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি এবং আল্লাহর পথ পরিহার করে শয়তানের পথ অনুসরণ করেছিল।

এই সময়ে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইদ্রিস(আঃ)-কে নবী মনোনীত করে পাঠালেন। তিনি আদম(আঃ) এর 5th generation পরের নবী। তার জন্ম ব্যবিলনে(Babylon) এবং তিনি ব্যবিলনের জনগনকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কম সংখ্যকই তার সাথে শামিল হয়েছিল। আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিলেন মিশরে গিয়ে দাওয়াতী কাজ করার জন্য। মিশরে তিনি মানুষকে ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠার সাথে জীবন-যাপন করার আহ্বান জানাতে শুরু করেন।

তিনি সালাত আদায়ের পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। কিছুদিন সওম পালনের আহ্বান জানালেন এবং যারা অভাবগ্রস্ত তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ধনীদেরকে তাগিদ দিতেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মারিয়াম

সুরা ১৯ মারিয়াম, আয়াতঃ৫৬

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا (56)

আরোও এই কিতাবে (উল্লিখিত) ইদরীসের(আঃ) কথা বর্ণনা কর, তিনি ছিলেন মহা সত্যবাদী নবী।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আম্বিয়া

সুরা ২১ আল আম্বিয়া আয়াতঃ ৮৫

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ (85)

আর (স্মরণ কর) ইসমাঈল(আঃ), ইদরীস(আঃ) এবং যুলকিফল-এর কথা তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল।

সুরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াতঃ৮৬

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ (86)

এবং তাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম, তারা ছিলেন সৎ কর্মপরায়ণ।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা সালাত কায়েম, যাকাত আদায়, ও সওম পালনে নিয়োজিত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করি। আশা করা যায় আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....